Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১৫ ডিসেম্বর , ২০১৪ ২৮ অগ্রহায়ণ , ১৪২১

শুরু হলো ৩৭তম বর্ধমান বইমেলা, চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ডিসেম্বর : যে মানুষ বই পোড়াচ্ছে, লাইব্রেরি পোড়াচ্ছে সে সভ্যতার শত্রু, সে সভ্যতাকে অবজ্ঞা করছে। কেননা বই হচ্ছে সভ্যতার স্রষ্টা। কথাগুলি বলেন বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র।

'বর্ধমান অভিযান' গোষ্ঠী আয়োজিত ১২ ডিসেম্বর ৩৭তম বইমেলার উদ্বোধক ছিলেন তিনি। বইমেলা চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মেলা ময়দানে সমীরণ মঞ্চ উদ্বোধন ভাষণে তিনি বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম

জ্ঞান ধরে রেখেছে এই বই। সেজন্য বই-র আর এক নাম মহাসংরক্ষক। বই না থাকলে প্রকৃতির সব সৃষ্টিই অবশিষ্ট থাকতো কিন্তু কখনই পরিণত জ্ঞানের ভাণ্ডার টিকে থাকতো না। আজকের মহাকাশ, চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান সবই বই-র অবদান। তাই তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে মহাসংরক্ষক বই।

প্রধান অতিথির ভাষণে সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে বইমেলাকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এবছর 'দেবপ্রসন্ন' পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ধোকরাশহিদ দুর্গাদেবী শিশু ও নারীকল্যাণ সমিতিকে। পুরস্কার তুলে দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। স্বাগত ভাষণ দেন অভিযান গোষ্ঠীর সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন গোষ্ঠীর সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য।

১৪ ডিসেম্বর চিত্ত ভট্টাচার্য অভিযান সাহিত্য সম্মান তুলে দেওয়া হয় লেখক নীরদবরণ সরকার-এর হাতে। অভিজিৎ দণ্ডপাঠ অভিযান সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বর্ধমানের বিখ্যাত গল্পকার স্বপন ঘোষচৌধুরীর হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কণা বসু মিশ্র, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মধ্যক্ষ নুরুল হাসান, গার্গি লাহা। অনুষ্ঠানে 'ছন্দম'-এর নৃত্য অনুষ্ঠান সকলের মন কাড়ে। প্রতিদিনই নানান আলোচনা ও অনুষ্ঠঅন রয়েছে সমীরণ মঞ্চে।

১৪ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব-এর উদ্যোগে 'সাম্প্রতিক বর্ধমানে সাংবাদিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বইমেলা প্রাঙ্গণে সমীরণ মঞ্চে। আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট টেলিভিশন সাংবাদিক সপ্তর্ষি সোম। আলোচনায় অংশ নেন জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ, বিশ্বজিৎ হাজরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী। এদিন অরূপ লাহা প্রণীত 'খাগড়াগড় বিস্ফোরণ' শীর্ষক পুস্তকের আনুষ্ঠানিক আবরন বিমোচন করেন সপ্তর্ষি সোম।

৯ দফা দাবির ভিত্তিতে বামপন্থীদলগুলির অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ ডিসেম্বর, বর্ধমান : আজ বামপন্থী দলগুলির ডাকে শহরের কার্জনগেটে ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। ১০০ দিনের কাজে টাকা ছাঁটাই, বীমাতে বিদেশি পুঁজির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ বন্ধ সহ ৯ দফা দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম)-র পক্ষে এবং সভাপতি আইনুল হক, ফরওয়ার্ড ব্লকের ফজলুল হক, আর এস পি-র স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ।

১০০ দিনের কাজে জেলার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পাওনা। জানুয়ারি মাস থেকে কাজ করে এক একটি পরিবার ১০-১২ হাজার টাকা পাওনা আছে। কাজ এখনও শুরু করা যায়নি। ফলে কৃষি শ্রমিকরা খুবই সংকটে আছে। বামপন্থীদের চাপে কেন্দ্রে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই প্রকল্প চালু করেছিলো। বিজেপি সরকার তা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে। রাজ্যে তৃণমূল সরকার হাঁড়ি নিয়ে মিছিল করে দায় সাড়ছে। সর্বদলীয় বিধায়ক প্রতিনিধি দল নিয়ে কেন্দ্রে চাপ তৈরি করতে হবে।

'জীবনবীমা' দেশের সব থেকে লাভজনক সংস্থা। এর সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ কর্মে নিযুক্ত। বীমা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি আসার সুযোগ করে দিয়ে 'জীবনবীমাকে অকেজো করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সংসদে ও বাইরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বি জে পি সরকার আসার পর সারা দেশে দাঙ্গা বাড়ছে। বিজেপি সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রেখে মানুষকে ভাগ করতে চাইছে। রাজ্যেও তৃণমূল সরকার এবং শাসক দল সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রেখে রাজ্যে বিজেপিকে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে ও বিভাজন করার চেষ্টা চলছে। সমস্ত বক্তাই অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি তৃণমূলের সাম্প্রদায়িক জিগির এবং সারদার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

সারদার দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধিক্কারে সরব জেলা। সারদা চিটফাণ্ড কাণ্ডে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন করছেন। কলঙ্ক আর লজ্জায় মুখ পুড়লো রাজ্যের। হাজার হাজার কোটি টাকার লুটের ঘটনা চাপা দিতে এখন সংবিধান ও গণতন্ত্র বহির্ভূত কথা বলছেন তিনি। সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে জেরা করুক সি বি আই ও দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রতারিতদের অর্থ ফেরতের দাবিতে সোচ্চার বর্ধমান জেলার মানুষ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই দাবিতে এদিন মিছিল ও পথসভা হয়েছে।

এদিন বিকেল ৪টেয় পার্বতী মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে কার্জনগেট হয়ে স্টেশনে গিয়ে সভা করার কথা। কিন্তু দুপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা পতাকা ছিড়ে মাইক ভেঙে তাণ্ডব শুরু করে। শ্রমিক নেতা বিশ্বজিৎ সেন সহ কয়েকজন আক্রান্ত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পাপ্পু-সেলিমের নেতৃত্বে এই হামলা হয়। স্থানীয় খেটে-খাওয়া মানুষ এর প্রতিরোধ করেন। দুষ্কৃতীরা পালায়। পরে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের জড়ো করে স্টেশনে সভার মাইক, রিক্সা, লালঝাণ্ডা ভেঙে দেয়। এত সশস্ত্র সন্ত্রাস করেও মিছিল আটকানো যায়নি। পার্বতী মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলের অভিমুখ ঘুরিয়ে তৈলমারুই পাড়া হয়ে সর্বমঙ্গলা পাড়ায় শেষ হয়। এদিন মিছিলে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার, আইনুল হক, তাপস সরকার, কালিশঙ্কর পাল, গৌরী ব্যানার্জী, অপূর্ব চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন রানিগঞ্জ পোস্ট অফিস ময়দান থেকে সি পি আই(এম)-এর আহ্বানে এক বিশাল মিছিল বের হয়। অসংখ্য মানুষ মিছিলে অংশ নিয়ে সারদাকাণ্ডে যুক্ত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়।

পাশাপাশি এদিন সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে রানিগঞ্জের জাতীয় সড়কের উপর বৃদ্ধি পাওয়া যানবাহনের চাপ ও প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণের দাবি ও রানিগঞ্জ বাইপাস দ্রুত চালু করার দাবি জানিয়ে রানিগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রুণু দত্ত, অনুপ মিত্র, হারাধন ঝা সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ধানের মতো আলুর দাম কমে গেলে লোকসানে পড়বে চাষি

বিশেষ প্রতিবেদক, বর্ধমান, ১২ ডিসেম্বর : হেমন্তর শেষে বেশ ক'দিন সকালে ঘন কুয়াশা। বাড়ছে শীতের আমেজ। কপালে ভাঁজ পড়েছে আলুচাষির।

গতবারে আলু চাষিরা দাম পাওয়ায় এবার জেলাতে আলু চাষের এলাকা বাড়ছে। গতবার জেলাতে আলুচাষ হয়েছিল ৭২,২৮০ হেক্টর। এবার এলাকা অনেকটা বাড়বে বলে জেলা কৃষি দপ্তরের ধারণা।

মেমারি, জামালপুর, পূর্বস্থলী, কালনা, কাটোয়া, রায়না, খণ্ডঘোষ এলাকায় আলু চাষ কোথাও চলছে, কোথাও আবার গাছ চারা অবস্থায় পরের সেচের জন্য তৈরি। সকালের কুয়াশা এই আলুগাছের পক্ষে ক্ষতি ডেকে আনবে। বাড়বে ধসা রোগ। কমবে গাছের বাড়। ফলে চাপানের পরিমাণ এবং ওষুধের প্রয়োগ বাড়াতে হবে। এজন্য গতবারের থেকে চাষের খরচ এবার অনেকটাই বেড়ে যাবে। মেমারি ব্লকের ধনুই গ্রামের মাধব পণ্ডিত জানালেন, গতবার ৩০০ টাকা বস্তা বিক্রি করে লাভ হলেও এবার ঐ দাম পেলে ক্ষতির মুখে পড়তে হবে চাষিকে। গতবার বিঘা পিছু তুলতে খরচ পড়েছিল ১৮,০০০ টাকা। এবার বেড়ে হয়েছে বিঘা পিছু ২০,০০০ টাকা। তার ওপর প্রথম থেকেই কুয়াশা এবং প্রতিকূল আবহাওয়া আলু চাষে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে অনেক। পণ্ডিতবাবুর ১ বিঘা নিজের জমি, ৪ বিঘা ভাগে চাষ। সমবায় থেকে নিজের ১ বিঘা জমির জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ৫ বিঘা জমি চাষ করতে এখনই খরচ প্রায় ১ লাখ টাকা। বাকি খরচ তুলতে তিনি ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। বস্তা পিছু ৭৩০ টাকা অভাবি বিক্রির দায়ে বেচেছেন। যেখানে গতবার এইসময় ধান ছিল ৮২০ টাকা বস্তা। ফলে আলু চাষে খরচ অনেকটাই উঠে এসেছিল ধান থেকে। এবার সমবায় থেকে ঋণ নিয়েও অনেকটাই ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। এবার ধান চাষে খরচ বাড়লেও বিক্রি করে লোকসানে পড়েছে। ফলে একছটাক ও খোরাকি থাকবে না ঘরে। সেজন্য বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়ে আলু চাষ করে চিন্তায় কাটছে দিন।

মাধবডিহি থানার ফতেপুর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় আদক এবার ৫ বিঘা চাষ করেছেন। গতবার চাষ করেছিলেন ৪ বিঘা। অভিজ্ঞতা দু'জনের একই।

আদকবাবু একদিকে চাষি অন্যদিকে আলু ব্যবসায়ী। চাষির যন্ত্রণা এবং ব্যবসায়ী হিসাবে মুনাফার হাতছানি দুটিই তাঁর কাছে হাতের তালুর মতো চেনা। গতবার যে দাম মাঠে পেয়েছিলেন আলু চাষি (৩০০ টাকা বস্তা) এবার ৪০০ টাকা বস্তা না পেলে চাষি লাভের মুখ দেখবে না।

গতবার চাষি মাঠে আলুর দাম ৩০০ টাকা বস্তা দাম পেলেও সর্বোচ্চ দাম ওঠে ৮০০ টাকা বস্তা। অর্থাৎ চাষির কাছ থেকে আলু যখন ব্যবসাদার অথবা স্টোর মালিকদের হাতে যায় তখনই দাম বেড়ে যায় হু-হু করে। ধান চাষিদের ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা। ধান ওঠার সময় দাম হয়েছে ৭৩০ টাকা বস্তা। অথচ গতবার ধানের সর্বোচ্চ দাম ওঠে ৯৩০ টাকা বস্তা। অর্থাৎ একই খেলা। চাষির হাতে থাকলে দাম কমে। ব্যবসাদারদের হাতে নিয়ন্ত্রণ গেলেই দাম বাড়ে হু-হু করে। আলুচাষিরা সেই আতঙ্কেই দিন কাটাচ্ছে।

সরকার-এর জেলার চাষিদের জন্য এখনও ঘুম ভাঙেনি। মুখ্যমন্ত্রী যতই আলু নিয়ে হইচই করছেন ততই আলুর দাম গেছে মানুষের নাগালের বাইরে। এমনকি বর্ডার সিল করে দিলেও আলুর গাড়ি পচে গেলে ব্যবসাদার দাম আদায় করে নেয়। অথচ সাধারণ ক্রেতারা রেহাই পায়নি দামের হাত থেকে। চালের দাম এবং আলুর দাম বাড়ে। কমে দাম চাষির। তাই দিনের পর দিন চাষির সংকট বাড়লেও সরকার ধানও কেনে না, আলুও কেনে না সরকারি দামে। ঘটা করে কিষাণ মান্ডি হলেও দাম পায় না চাষি। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করে 'কিষাণ মাণ্ডি' কৃষকের কাজে লাগে না। বিধানসভায় কৃষি বিপণন বিল ২০১৪ চাষিদেরকে আরও আতঙ্কিত করেছে।

আলুচাষিরা যে ঝুঁকি নিয়ে আলু চাষ করছে তা এখন সরকার নয় প্রকৃতির ওপর হাল ছেড়েছে লাভের আশায়।

নতুন চিঠি

১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

এ কোন শাসন !

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নৈরাজ্যের রাজত্বে পুলিশকে শুধু দলদাসে পরিণত করাই নয়, তার আচরণকে কোন কুৎসিত স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে তার প্রকট উদাহরণ মিলছে সারদাকাণ্ডে সি বি আই কর্তৃক অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে আসা ও আদালত থেকে নিয়ে যাবার দুটি পর্যায়েই। ভাবা যায়, সংবাদ-মাধ্যমের কাছে অভিযুক্ত যাতে কিছু বলতে না পারে, তারজন্য মুখ চাপা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে জামা ছিড়ে একজন অভিযুক্তকে পুলিশভ্যানে তোলা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, সংবাদ-মাধ্যমের কাছে তবুও সে যদি কিছু বলতে যায়, তাহলে তারা সমস্বরে হৈ-হৈ চিৎকারে অভিযুক্তের কণ্ঠস্বরকে ঢেকে দেবার কুৎসিত ও হাস্যকর প্রয়াসে নিরত হয়। হ্যাঁ, সারদাকাণ্ডে অভিযুক্ত কুনাল ঘোষের ক্ষেত্রে প্রতিদিনই এমনটা ঘটে চলেছে।

এই পুলিশই কিন্তু আবার একই মামলার অপর এক অভিযুক্তকে গণমাধ্যমের কাছে প্রায় সাংবাদিক সম্মেলনের মর্যাদা দিয়ে বলবার সুযোগ করে দেয়। কারণ বুঝতে অসুবিধে নেই। প্রথম জন অর্থাৎ কুনাল ঘোষ, যা বলতে চান সারদা কেলেঙ্কারিতে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশাল বিশাল নেতাদের বিপাকে ফেলবে। আর দ্বিতীয় জন, অর্থাৎ মদন মিত্র যা বলতে চান তা মুখ্যমন্ত্রীর পাদপদ্মে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ। তাই তাঁর গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর দলীয় গুণ্ডা বাহিনীকে পথে নামতে বলেন, এবং অকল্পনীয়ভাবে নিজেও পথে নামেন। বেচারা কুনাল জানে কেন মুখ্যমন্ত্রীর শুভদৃষ্টি থেকে কবেই বঞ্চিত হয়ে গেছেন।

আর বিরোধী নেত্রী-থাকাকালীন যে সি বি আই ছিল বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্র, এখন সেই সি বি আই-ই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি বুঝতে পারছেন না, বিরোধীদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। যাঁদের কাছে তাঁর নামই একদা মন্ত্র হয়ে উঠেছিল তাঁরাও আজ তাঁর অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। হয়তো নয়, কিংবা হয়তো সেটা বুঝতে পেরেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে কোনো দলদাসত্বই জনরোষকে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত করতে পারে না।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ডিসেম্বর : সি পি আই(এম)-এর কুনুর লোকাল কমিটির সদস্য অর্জুন মাঝি (৫৯)-র জীবনাবসান হয়েছে। কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে ১০ ডিসেম্বর নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান। শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল কমিটির সম্পাদক করুণা ভট্টাচার্য, সুকুল শিকদার, শ্যামল পাল, দীনবন্ধু ঘোষ প্রমুখ। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা নেতা অসীম গোস্বামী, দিলীপ গোস্বামী, রেজাউল হক, আলিজান মণ্ডল প্রমুখ। পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের সমবেদনা জানান সি পি আই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার ও বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি উদয়শঙ্কর সরকার।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর : অলইণ্ডিয়া হিউম্যান রাইটস্ অ্যাসোসিয়েশন, বর্ধমান জেলা শাখা ও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বর্ধমানের আয়োজনে বিশ্বমানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গুডশেড রোডে জাগরী সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা হয়। আইনি বিষয়ে এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নিলাংশু ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ রায় এবং বর্ধমান জেলা অল ইণ্ডিয়া হিউম্যান রাইট্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কাজী মহম্মদ রফিক। শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি প্রাক্তন জেলা জজ তুষারকান্তি পালধি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মহাকবি জন মিলটন কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?
২. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবে কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল? পরে তাঁর কী নাম দেন?
৩. প্রখ্যাত অভিনেতা কমল মিত্র কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু হয়েছিল?
৪. 'রাবারের টায়ার' কে উদ্ভাবক ছিলেন? তিনি কবে তার পেটেন্ট পান?
৫. বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর সহকর্মী বিপ্লবী প্রফুল্লচাকী কবে জন্মান? কবে আত্মহত্যা করে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৬. নোবেল প্রাইজ কবে দেওয়া হয়? কেন এদিন দেওয়া হয়?
৭. ১০ ডিসেম্বর, ১৯১৩ সাহিত্যে নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কে নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করেছিলেন?
৮. প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রপতি ইয়াসের আরাফত কতসালে শান্তিতে নোবেল পান? সঙ্গে আর কাকে শান্তিতে নোবেল দেওয়া হয়?
৯. প্রখ্যাত অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী প্রথম কবে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন? কোন ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়?
১০. হাসির গল্পের সম্রাট শিবরাম চক্রবর্তী কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
১১. কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কবে মৃত্যু ঘটে? কবে কোথায় জন্মান?
১২. প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এম (ম্যার্কিনেনি) বাসব পুন্নিয়ার কবে জন্ম হয়েছিল? কবে মৃত্যু হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

'ঈশ্বরবাবু আসছেন' —আপনারা অপেক্ষায় থাকুন

সুনামী গুপ্ত

রাজধানী দিল্লিতে এখন দারুন নাট্যোৎসব চলছে। টিকিট কাটার দরকার নেই। লোকসভা রাজ্যসভার অধিবেশন উপলক্ষে এক অভিনব রঙ্গলীলার আয়োজন করেছেন সাংসদদের একটি গোষ্ঠী। এঁরা সকলেই বহুমান্য এবং বহুচর্চিত আলোকিত সাংসদ। এঁরা কেবল এই রাজ্যেরই নয়, গোটা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়োই উদ্বিগ্ন। দিল্লির তানাশাহীর বিরুদ্ধে এঁরা হুংকার-ঝংকারে গগন বিদীর্ণ করছেন। প্রসঙ্গক্রমে ঢিল আর পাটকেলের দ্বৈরথের কথা মনে আসতে পারে।

এ রাজ্যের সর্বাধিনায়িকা ঈশ্বরীর মোহিনী রূপ ক্রমশই ধূসর হচ্ছে যখন, দলের ২ জন সাংসদ ধরা পড়ে দিল্লি যেতে পারছেন না, সাঙ্গপাঙ্গ আরও অনেক কাছের মানুষ কারাবাসের অপেক্ষায়, এবং যত দিন যাচ্ছে কেলেঙ্কারির তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে—তখন তো একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে মানুষের তথা ভোটারদের মন ঘোরাতেই হবে। অতএব 'চোরের মায়ের বড় গলা' এই প্রবাদটিকে সম্বল করেই নাট্যরঙ্গের বিচিত্র হিড়িক উদ্ভাবিত করতে হবে। কালো টাকা উদ্ধারের আওয়াজ তুলে বি জে পি দল ও তাদের পরিচালিত কেন্দ্র সরকার তুলোধোনা না করতে পারলে স্বস্তি নেই। সুতরাং তাঁর নির্দেশক্রমেই সাংসদদের কালো ছাতা মাথায় দিয়ে উচ্চাকিত শ্লোগানে নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অবতারণা। তারপরের দিন শীতবস্ত্রের উপকরণ হিসেবে এঁরা কালো চাদর পরে দ্বিতীয় দৃশ্যে দর্শক-শ্রোতাদের বিমোহিত করলেন। তৃতীয় দৃশ্যে মাথায় হাঁড়ি নিয়ে রেগার টাকা কাট-ছাঁট করার প্রতিবাদ করলেন। হাঁড়ি-কলসি এবং দড়ি নিয়ে নাটকের বাকি দৃশ্যগুলি কবে রূপায়িত হবে, তা অবশ্য জানা নেই।

এর পাশাপাশি এ রাজ্যেও ঈশ্বরীর বহুমুখী প্রতিভার জ্যোতি নানাভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি ইচ্ছাময়ী, তাঁর ইচ্ছার কথা ভ্রমরগুঞ্জনের মতো ছড়িয়ে পড়লো দিক্-দিগন্তে। প্রসাদধন্য বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটা মিছিল করতেই হবে। পরিবর্তনপন্থী অনেক বুদ্ধিজীবীই এখন আর কালীঘাটের চরণামৃত পান করতে চাইছেন না। প্রয়াত সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় যে সকল 'বুদ্ধিজিভী' (অর্থাৎ বুদ্ধি আছে জিভের ডগায়, হৃদয়ে নয়) নানা প্রকারে ভূষণাদির টুংকার-শিঞ্জনে পুলকিত এবং রসায়িত হয়ে আছেন, তাঁরা বিশেষ করে টলিউডের সিরিয়াল-সর্বস্বতায় নিমজ্জিত কুশীলবেরা, ছুটকো-ছাটকা দু'চার পিস জামা-বদলানো গায়ক-শিল্পী, কবি, পুরনো দিনের খেলুড়েদের নিয়ে মিছিল করলেন কোলকাতার বুকে। বিনি-পয়সায় নাটক এবং সার্কাস দেখতে কার না ভালো লাগে। বোধ করি 'গ্রেট জগদম্বা সার্কাস' বা অপেরা জাতীয় একটি সংস্থাও এই মওকায় জন্ম নিতে পারে।

তবে দিদি-মোদীর এই লুকোচুরি খেলা বেশিদিন চলবে না। ঈশ্বরবাবু অন্তত সেটি চান না। আচ্ছা, এই ঈশ্বরবাবুটি কে বটে? এই প্রশ্ন শুনে সাময়িক ভাবে কিছুটা ভ্যাবাচাকা খেলেও শেষ অব্দি একটি নাটকের কথা মনে পড়ে যায়।

নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' (Waiting for Godo) নাটকটির কথা মনে পড়ছে। যতদূর জানি এই নাটকটির একটি রঙ্গীয় রূপ দেওয়া হয়েছিল—'ঈশ্বরবাবু আসছেন' এই নামে। প্রেক্ষিত এবং পট বদলাতে থাকে। তবু ঈশ্বরবাবুরা বারবার আসেন আর ভক্তবৃন্দ গেয়ে ওঠেন—'তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ / ও মোর ভালোবাসার ধন'।

তিনি আসছেন। নতুন বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসছেন তিনি। 'দিন-দুনিয়ার মালিক তোমার দীনকে দয়া হয় না' — এই গান গাইতে গাইতে বরণ করে নেওয়া হবে খোদ মার্কিন দুনিয়া তথা বিশ্ববাসীর ভাগ্যবিধাতা শ্রীযুক্ত বারাক ওবামাকে। এ দেশের বুকে ভা. জ. পা. তো বটেই, খোদ জাতীয় কংগ্রেস, তৃণমূলি কংগ্রেস এবং আরও কিছু খুচরো দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মার্কিন-রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অনুগামীর সংখ্যা কম নয়। তখন তাঁর আমোঘ নির্দেশে এঁদের স্তুতিসুধায় ভারতবর্ষ পবিত্র দেবভূমিতে পরিণত হবেই। তার আগে খেটে-খাওয়া মানুষের রুটি-রুজি, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে দেওয়া হচ্ছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় ভারতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতাকে শোষণের সাঁড়াশি দিয়ে দমবন্ধ করার আয়োজন সুসম্পন্ন। 'সুপবন বহিতেছে'—জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে লিখো—'হে মহাত্মন্, হে সর্বপাতক বিনাশী প্রভুপাদ ওবামা সাহেব, আমাদিগের ত্রাণের উপায় বাতলাইয়া দিন।'

এমতাবস্থায় এইসব নাটুকেপনা কতদিন চলবে? সারদা-কাণ্ড, খাগড়াগড় কাণ্ড, কালো টাকা উদ্ধার, কয়লা সহ অসংখ্য কেলেঙ্কারির আতসবাজি কিছুক্ষণ অন্ধকারে আলোর মশাল জ্বালিয়ে ভুস্ করে চুপসে যাবে। ঈশ্বরবাবু আসছেন। আপনারা অপেক্ষায় থাকুন। দরিদ্র নিপীড়িত ভারতবাসীর ঘাম, রক্ত চোখের জলের বিনিময়ে মূর্তিমান ঈশ্বর-ঈশ্বরীদের সদিচ্ছা-অনুকম্পায় শিহরিত হতে হতে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আওড়াতে হবে—'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'।

খেটে-খাওয়া সর্বরিক্ত ভারতীয় জনগণ অবশ্যই পাঁড়ঘুঘুদের তাড়াবার ব্যবস্থা নেবেন—এই বিশ্বাসেই আমরা অপেক্ষা করবো।

সারান্ডার জঙ্গলকে কে বাঁচাবে?

শিবানন্দ পাল

ঝাড়খন্ডে এসেছি নির্বাচনী সফরে। চোদ্দ বছর হল ঝাড়খন্ড বিহার থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার এসেছে গিয়েছে; কিন্তু ঝাড়খন্ডের মানুষের জীবনে কোনো উন্নতি হয়নি। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে ১৯জন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ৩বার রাষ্ট্রপতিশাসন জারি হয়েছে। ১৬বার মুখ্যসচিব এবং ১০বার ডিজিপি পরিবর্তন হয়েছে। দুর্নীতির চূড়ান্ত শিখরে আজকের ঝাড়খন্ড। ২৮ জন রাজনৈতিক নেতার ঘরে সি বি আই হানা পড়েছে। ১০জন নেতা, ৩৩২জন সরকারি আধিকারিক এবং কর্মচারী জেলে গিয়েছেন। ঝাড়খন্ডের মাথার উপরে এখন ৩৪৮৬৮ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। ঝাড়খন্ডের মানুষ কী এই ঝাড়খন্ড চেয়েছিলেন?

৭৪টি বড় বড় কোম্পানি বিগত ১৪ বছরে ঝাড়খন্ডে 'মৌ' স্বাক্ষর করেছে। বাস্তবে রূপ পেয়েছে মাত্র ৪টি। ৪০টি কোম্পানি ঝাড়খন্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা জমি পায়নি কারখানা খোলার। ভূ-প্রকৃতির চরিত্র হিসেবে ঝাড়খন্ডের কোথায় কত জমি আছে তা স্পষ্ট নয়। সরকার ১৯৩৮ সালের খতিয়ান চরিত্র নিয়ে বসে আছে, বাস্তবে যদিও সেই ভূ-চরিত্র একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। ঝাড়খন্ডের জমির প্রায় ৮৫ হাজার নক্সা এখনও বিহারের মধ্যে রয়েছে, এর কোনো সমাধান হয়নি। ঝাড়খন্ডে ভূমিবিন্যাসকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। ২০০০ সালে সৃষ্ট ঝাড়খন্ড রাজ্য ২০০৮ সালে তার ভূ-সীমাকে যেন-তেন প্রকারে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে অনেক জটিলতা রয়ে গিয়েছে।

কোন প্রকারের জমিকে কী কাজে লাগানো যেতে পারে স্পষ্ট কোনো নীতি না থাকায় হাজার হাজার কৃষিযোগ্য জমি এবং জঙ্গল বনভূমির মধ্যে জটিলতা থেকে গিয়েছে। এক দশক পার হয়ে গেলেও এই সমস্ত জমির উপর যে সমস্ত পরিবার বাস করতেন তাদের সমস্যার সমাধান হয়নি। এই প্রবণতায় ঝাড়খন্ডের যেখানেই জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন তৈরি হয় সেখানেই মানুষের কণ্ঠস্বর জোরালোভাবে প্রতিবাদী হয়, 'জান দেব, জমি দেব না!' খনিজসম্পদ ঝাড়খন্ডের বুকে আশীর্বাদ না অভিশাপ! বহু তর্কের বিষয়। বিগত ষাট বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে ঝাড়খন্ড প্রতারিত হয়েছে। খনি অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় হয় মোট রাজস্বের মাত্র ২০ শতাংশ। পরিবেশ যা ধ্বংস হয় তুলনায় তা বহুগুণ বেশি। এই ক্ষতি অপূরণীয়। শুধু মাত্র সারান্ডার জঙ্গল অঞ্চলে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর বনভূমি খনিজ সম্পদ আহরণের কারণে নষ্ট হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে সর্বজনীনভাবে এবং সরকারি অন্যান্য কাজে এর দ্বিগুণ বনভূমি নষ্ট হয়েছে। গত ১৪ বছরে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর বনভূমির অকাল নিধন করা হয়েছে। এই ক্ষতিকে কী সামান্য ক্ষতি বলা যায়?

খনিজসম্পদের কারণে রাজস্ব আদায় বাড়তেই পারে। কিন্তু এর জন্য যে পরিবেশগত ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা পূরণ হবে কীভাবে? সামাজিক বনসৃজন নীতি যতই আন্তরিকভাবে পালিত হোক না কেন, প্রাকৃতিক বনসম্পদের প্রকৃত পরিপূরক হতে পারে না। সারান্ডার বনাঞ্চলকে এশিয়ার মধ্যে সব থেকে ঘনজঙ্গল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেই জঙ্গলের এই দশা! এই রাজ্যের হাল এমনই যে সরকারি প্রকল্পের কাগজপত্র হাওলার চাপে এমনভাবে উধাও হয় যে দুর্নীতির তদন্ত দূরের কথা দুর্নীতি প্রমাণ করা যাবে না। বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হেতু রাজ্য সরকারকে সতর্কীকরণ করার ফলে সারান্ডার জঙ্গলের (অংকুরা, ঘাটকুরী, কোদলীবাগ, করমপটা, সমতা, থৌলকোবাদ, তিলোপোসি) সাতটি বিভাগে ২০০০ সালে খননকার্য বন্ধ করার প্রয়াস শুরু হয়, আজ পর্যন্ত তা লাগু হয়নি।

বিচারপতি এম বি শাহ কমিশন তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, ঝাড়খন্ডে প্রায় ২২ হাজার কোটি অবৈধ খননের ঘটনা ঘটেছে। কমিশন এবিষয়ে কিছু নামিদামী কোম্পানির নামও উল্লেখ করেছে। সুপ্রিমকোর্ট এবিষয়ে রাজ্য সরকারকে কড়া ভৎর্সনা করলে রাজ্য সরকার ওই সমস্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। লৌহ আকরিক সংগ্রহকারী কোম্পানিগুলির প্রতিও সাময়িক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। কিন্তু তারপরই যে কে সেই।

সব রাজনৈতিক দলই গলা উঁচু করে বলে থাকে ঝাড়খন্ড খনিজ সম্পদে ভরপুর এমন একটি রাজ্য যা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রশাসনের উদাসীনতা, জনপ্রতিনিধিদের চোখ বুঁজে থাকা এবং

—এরপর চারের পাতায়

সমর বাওড়া : একটি সরল, অনাড়ম্বর সংগ্রামী জীবন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

‘হারা আমি এখানে’—তাকাচ্ছি চারিদিকে, খুঁজে পাচ্ছি না। একটা গোপন চিঠি নিয়ে এসেছি। কেথা থেকে ডাকছে? পুকুরের মাঝখান থেকে আওয়াজটা আসছে। তাকিয়ে দেখি একটি বড় পুকুর, জল ঘাসে ভর্তি। সবুজ হয়ে আছে। মাঝখানে একটা বাঁশের মাঁচা। মাঁচার ওপর খড় পাতা। একটা মশারি টাঙানো। ভেতরে সমর। ১৯৭২ সাল। প্রচণ্ড অত্যাচার। সমর তখন আত্মগোপনে। চিঠিটি দিলাম। উত্তর নিলাম। ফিরে আসার সময় মনের মধ্যে ঝড় উঠে গেল। মানুষের প্রতি এত ভালবাসা। এত সাহস! এই হচ্ছে সমর। দীর্ঘদিনের সহপাঠী রহিমসাহেব স্মৃতিচারণ করছিলেন।

সমর বাওড়া জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলকোট থানার কাশেমনগরের নিকটে পালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামে। পিতা বিদ্যালয় শিক্ষক রামপদ বাওড়া ও মাতা গৌরভামিনী বাওড়া।

তিনি লেখাপড়া করেন কাশেমনগর স্কুল থেকে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন সমর বাওড়ার পিতা। তিনি স্কুল ফাইন্যাল (এস. এফ) পাশ করেন ১৯৬০ সালে। প্রি-ইউনিভার্সিটি (আর্টস) কোর্সে ভর্তি হন ১৯৬১ সালে। ১৯৬২ সালে প্রি-ইউ পাশ করে ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে। স্নাতক হন ১৯৬৫ সালে। স্কটিশচার্চে পড়ার সময় কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন। অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের মায়াপুর অধিবেশনে তাঁকে নিয়ে যান। ‘লাঙল যার জমি তার’— কংগ্রেসের ভূমিবন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মায়াপুর অধিবেশনে গৃহীত না হওয়ায়, অতুল্য ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ তৈরি হয়। তিনি অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি স্বাধীন ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। এই ইউনিয়নের কাজকর্ম সিউড়ি, বোলপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি কলেজে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কলেজশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৬৫-৬৬ সালে গ্রামে ফিরে আসেন। তাঁর গ্রামে ফিরে আসার পর ইউনিয়নও বেশি দিন টেকেনি। ইতোমধ্যেই গ্রামে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বাল্যকাল থেকেই তিনি গরিব মানুষের অত্যাচারিত কঠিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ১৯৬৫ সালেই অঞ্জলি বাওড়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৬৬ সাল। তিনি তখন নিজের গ্রাম নারায়ণপুরে। কাশেমনগর বিদ্যালয় কমিটি তাঁকে কাশেমনগর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি রাজি হন। কিন্তু ছ-মাসের বেশি স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারেননি। কারণ তিনি তখন স্থির করে ফেলেছেন যে, তিনি নিজেকে নিযুক্ত করবেন কৃষক আন্দোলনে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে। তিনি ১৯৬৫ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্যপদ লাভ করেন।

সেটা ১৯৬৭ সাল। মঙ্গলকোট বিধানসভার নির্বাচন। একদিকে প্রার্থী সি পি আই(এম)-এর স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবশঙ্কর চৌধুরী (কালোদা নামে পরিচিত)। অন্যপক্ষে কংগ্রেসের দোর্দণ্ড প্রতাপ নেতা মন্ত্রী সাত্তার সাহেবের স্ত্রী নুরুন্নেসা সাত্তার। গ্রাম্য সাধারণ সভা হচ্ছে কাশেমনগরে। উপস্থিত রয়েছেন কালোদা, জাহেদীসাহেব, হরমোহন সিংহ, নিখিল সর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। এমন সময় এলাকার পার্টিকর্মী বাবু মিঞা সাধারণ সভায় এলেন সমর বাওড়াকে নিয়ে। পরিচয় হল সকলের সঙ্গে। কৃষকনেতা মেহবুব জাহেদীও নিখিল সরের সংস্পর্শে এলেন। যুক্ত হয়ে গেলেন কৃষক আন্দোলনে। আর ফিরেও তাকাননি। হয়ে গেলেন সর্বক্ষণের কর্মী। এখানে উল্লেখ্য যে এই নির্বাচনে পরাজিত হন শিবশঙ্কর চৌধুরী। ১৯৬৭-৬৯ সাল। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের এক উত্তাল সময়। কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে চলছে খাসজমি, বেনামজমি দখলের দুর্বার আন্দোলন। গরিব-কৃষক- ক্ষেতমজুর দলে দলে কৃষক আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন—শ্লোগান উঠছে, ‘খাসজমি, বেনামজমি দখল কর, দখল রেখে চাষ কর।’

সুদপুরে জেলা কৃষক সম্মেলন হচ্ছে ১৯৬৯ সালের ৩০ মে থেকে ১ জুন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হল মঙ্গলকোটের ২৫/৩০ জন ছোটবড় জমিদারের খাসজমি, বেনামজমি দখলের মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলন শুরু করার। ছোট ছোট জমিদারদের জমি দখলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠবে তখনই বৃহৎ জমিদার চৈতন্যপুরের রায়চৌধুরীদের জমি দখলের আন্দোলন। দিনটা ঠিক ছিল ১৯৬৯ সালের ২২ জুন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি দিক থেকে, পূর্ব মঙ্গলকোট থেকে প্রভাত মুখার্জীর নেতৃত্বে, পশ্চিম মঙ্গলকোট থেকে হবিবের নেতৃত্বে ও নিগন-কৈচর থেকে নিখিল সর ও সমর বাওরার নেতৃত্বে মিছিল আসতে শুরু করলো। দুপুর না গড়াতেই হাজার, হাজার মানুষ এগিয়ে চলল চৈতন্যপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম মাঠ লক্ষ্য করে এলাকার ও ভাঁড়ালদীঘির পরের

দিকে। জমিদাররাও বসে ছিল না। এলাকার জমিদাররা রায়চৌধুরী পরিবারের নেতৃত্বে জড় হল। রায়চৌধুরী পরিবার তাদের বন্দুকগুলি জেলা শাসকের নিকট জমা দিল। কিন্তু মঙ্গলকোট থানার ২০/২৫ জন জমিদার এগিয়ে এল তাদের বন্দুক নিয়ে। কৃষকসভার ধারণা ছিল ব্যাপক জমায়েত থাকলে জোতদারের দল কোনো সংঘর্ষ করতে সাহস করবেন না। কিন্তু হল উল্টো। ভাড়াল দীঘির উত্তর-পশ্চিম পাড় দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদারদের লেঠেলবাহিনী। সেই সময় একটি বড় মিছিল ঢুকলো। জমিদাররা অন্য মিছিলগুলির আসার আগেই এই মিছিলের ওপর অক্রমণের নির্দেশ দিল—১০০ লাঠিয়াল ঝাঁপিয়ে পড়লো। কৃষকরা তাড়া করলো লেঠেলদের। পিছু হটে ছুটে পালাতে লাগালো লেঠেলবাহিনী। কৃষকবাহিনী কাছাকাছি হতেও গর্জে উঠলো জমিদারদের ২২টি বন্দুক এক সঙ্গে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিতে শতশত কৃষক আহত হল। একটি গুলি লাগলো ২৭-২৮ বছরের তরতাজা বনমালী কুশমেটের বুকে। কয়েকজন বনমালীকে নিয়ে ছুটলো কৈচরের দিকে। আদিবাসীরা ক্ষেপে গিয়ে তীর-কাঁড় নিয়ে ছুটলো। এমন সময় ঢুকলো অন্য দুটি মিছিল। জমিদাররা গুলি করতে করতে পিছু হাটতে লাগলো। এমন সময় একটা গুলি এসে লাগলো সমর বাওড়ার নামে। খুনে জমিদার বাহিনীর লেঠেলরা জল পান রত পাঁচকড়ি মাঝিকে টাঙ্গি দিয়ে কোপাল। রায়েচৌধুরীদের ৫০০০ বিঘে জমির মধ্যে খাস হয়েছিল মাত্র ৯ বিঘা জমি— এই জমির আন্দোলন ছিল ৯ বিঘা জমি দখলের আন্দোলন। উপস্থিত ৫০০০ কৃষক বাকি প্রায় ৫০০০ বিঘা জমি দখল করার ও জমিদারবাড়ি আক্রমণের জন্য এগুতে লাগলো। তাঁদের নিরস্ত করে ৫০০০ বিঘার বেশি জমি দখলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। গুলিতে আহত হলেন ১০৪ জন, শহিদ হলেন বনমালী কুশমেটে ও পাঁচকড়ি মাঝি। চৈতন্যপুরের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের এক দিক্ চিহ্ন—উৎসাহিত হল পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলন।

মঙ্গলকোটের কৃষক আন্দোলনে সমর বাওড়াকে জেলার কৃষকের সামনের সারিতে নিয়ে আসে। তাঁর সংগঠনিক শক্তি, সাহস, ত্যাগস্বীকারের মানসিকতা, কৃষক গরিব জনগণের প্রতি দরদ, মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতায় তিনি কৃষক জনগণের নেচারাল লিডার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৮৩ সালে ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি জামালপুরে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার ২৯তম জেলা সম্মেলনে তিনি জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার আগে ১৯৮২ সালে তিনি সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৯২ সালে। তিনি রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৯৫ সালের ২৮-৩১ ডিসেম্বর বীরভূমে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে। রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ২০০৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সাল থেকে মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে ২৮-৩১ জানুয়ারি নাসিকে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষকসভার ৩১তম সম্মেলন থেকে সারা ভারত কৃষকসভার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে শারীরিক কারণে পার্টির রাজ্য কমিটি ও প্রাদেশিক কৃষকসভা থেকে অব্যাহতি নেন।

কৃষকের সমস্তরকম আন্দোলনে, সে জমি দখলের লড়াই হোক, ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনই হোক, কৃষকের ফসলের নায্যদামের আন্দোলনই হোক, বা সাক্ষরতার, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলনেরই হোক—সবসময় সামনের সারিতে থেকেছেন। সরল অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবন। সাধারণ গরিব মানুষ ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি দরদ ছিল অকৃত্রিম। সংগ্রামের প্রয়োজনে নিজের স্ত্রী ২২ ভরির মতো সোনার গয়নাও বিক্রি করে দিয়েছেন। পরিবারের আর্থিক ও মানসিক সমর্থন তাঁকে জনগণের জন্য সংগ্রামে শক্তি যুগিয়েছে। সেই সময়ের সংগ্রামে মানুষের অংশগ্রহণ, মানুষের দরদ কীভাবে সংগ্রাম ও সংগ্রামী নেতাদের রক্ষা করেছিল তেভাগা আন্দোলনের নাটক হারানের নাতজামাই নাটকের হারানের শ্বাশুরির মত, তার একটা উদাহরণ রাখলাম। একটি আদিবাসী পাড়ায় রয়েছেন সমর বাওরা আত্মগোপনে। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে আদিবাসীর বাড়িটি। আদিবাসী বৃদ্ধা একটি চাটাই চাপা দিয়ে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করলেন সমর বাওড়া ও তাঁর সঙ্গীকে।

সমর বাওড়া একাধারে ছিলেন কৃষকনেতা, সুবক্তা। ছিলেন গায়ক, নাট্যকার, নাটক ও যাত্রাশিল্পী ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক। তাঁর লেখনী ছিল ক্ষুরধার। তাঁর কৌতুক, রসবোধ ও বিদ্রুপাত্মক রচনাগুলি সমাজের কালিমাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাঁর ‘রণবাউলের ডাইরি’ ছিল প্রগতি সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ছদ্ম নামটিও তাঁর সৃষ্টি। নামটিরও একটি অর্থ আছে : রণ = সমর , বাউল = উদাস = বাওড়া। মানুষকে সহযোদ্ধাদের উৎসাহিত করত যখন তিনি তাঁর উদাত্ত গলায় গান ধরতেন;

চৈতন্যপুরের মাঠের ভাই,
শপথ নিলাম আজি;
বনমালী কুশমেটে আর
পাঁচকড়ি মাঝি,
তাদের রক্তে শপথ নিলাম,
শপথ নিলাম আজি,
তাদের রক্তে শপথ নিলাম, শপথ নিলাম,
..... লাঠিগুলি যতই মারো,
জমিদারের দল ভাই।
এদের খুনের বদলা জমিন,
মারের বদলা দখল চাই।

সমর বাওড়ার ছড়া লেখার হাতও ছিল অসাধারণ। ১৯৯১ সাল, সাক্ষরতা আন্দোলনে মেতে উঠেছে বর্ধমান জেলা। আবার ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাজনীতির অঙ্গণে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। সমর বাওড়া লিখলেন, যুক্তাক্ষর বর্জিত ভাবে ধরম করম যার যা আছে, তা নিয়ে কেন ঝগড়া হবে। কে বা লাগিয়ে দেন লাগিয়ে জানতে হবে বুঝতে হবে। জানতে গেইে পড়তে হবে কমল গায়েনের শ্রমকণ্ঠ তখন এটা গান বেঁধেছিল।

এদের খুনের বদলা জমিনের মারের বদলা দখল চাই।

সমর বাওরার সঙ্গে ‘নতুন চিঠি’র সম্পর্ক ছিল আত্মিক। রণ বাউলের ডাইরি নতুন চিঠির শারদ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকিাশিত হয়েছে। রণবাউলের একটি বইও আমরা প্রকাশ করেছি। তার প্রয়াণে কৃষক আন্দোলন তো ক্ষতিগ্রস্ত হলই, আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। তাঁর প্রতি আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

চরম অবহেলিত মন্তেশ্বরের ছানার বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ডিসেম্বর : শক্তিগড়ের ল্যাংচা ও বর্ধমানের সীতাভোগের মতো মিষ্টিগুলির প্রধান উপকরণ হলো ছানা। মন্তেশ্বরের ভারুচা ছানার বাজারে দীর্ঘদিন থেকে ছানার বেচা-কেনা হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে রাস্তার উপর।

মন্তেশ্বর ও দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েত দুটির বেশ কয়েকটি গ্রামে কৃষিকাজের পাশাপাশি প্রাণী পালনেরও চল আছে। সেই গ্রামগুলি হলো ভারুচা, লোহার, পাতুন, ধেনুয়া, পলাতুন, পাটিকেল প্রভৃতি। এই গ্রামগুলিই এখন ছানা উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ছানা উৎপাদনের পর প্রাণীপালকরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে ভারুচা গ্রামের রাস্তার ধারে হাজির হন। পাকা রাস্তার ধারে একেবারে খোলা আকাশের নিচে ছানা বেচা-কেনা হয়। এখানে ছানা নিতে আসেন কলকাতা, মেমারি, বর্ধমান, শক্তিগড়ের ব্যবসায়ীরা। ছানা কেনার পর তারা ট্রাকে করে স্ব-স্ব স্থানে নিয়ে যান।

সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো ছানা বিক্রি করার পরও প্রাণীপালকরা জানতে পারেন না—ছানা কতো দামে বিক্রি করলেন।

কারণ ছানার দর ঠিক হয় মেমারিতে। সেখানে যে দামে ছানা বিক্রি হবে সেই দামই পাবেন মন্তেশ্বরের প্রাণীপালকরা। অর্থাৎ মন্তেশ্বরের প্রাণীপালকরা যেদিন ছানা বিক্রি করবেন, তার পরের দিন তারা দর জানতে পারবেন।

১০ ডিসেম্বর ছানা বিক্রির পর তারা ৬৫ টাকা কেজি হিসাবে টাকা নিয়েছেন। ১১ ডিসেম্বর যদি শোনা যায় মেমারিতে ৬০ টাকা কেজি দরে ছানা বিক্রি হয়েছে। তাহলে ৫ টাকা করে প্রাণীপালকরা ব্যবসায়ীদের ফেরৎ দেবেন। আর যদি বেশি হয় তাহলে অনুরূপভাবে বাড়তি টাকা পাবেন প্রাণীপালক। এই ঘটনা থেকে পরিস্কার ছানার দর ঠিক করার অধিকার প্রাণীপালকদের হাতে নেই। সম্পূর্ণ অধিকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের। তা নাহলে এখনও ছানার দাম থাকে ৬০-৭০ টাকা কেজি। এ আর এক ধরনের শোষণ। এই শোষণের শেষ কোথায় জানেন না একজন প্রাণীপালকও।

মোদি সরকারের ‘সেইল’ বিক্রির বিরুদ্ধে দুর্গাপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তথাকথিত ‘সু-দিনের’ টের পেতে শুরু করেছে মানুষ। সেই ‘সু-দিনের’ স্বরূপ আরও প্রকাশ পেল ‘নবরত্ন’ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা সমূহের অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইস্পাত উৎপাদনকারী সংস্থা সেইলের আরও ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। আজ থেকে মোদি সরকার সেইলের ২০ কোটি শেয়ার বিক্রি শুরু করেছে। সেইলের অপরাধ? গত আর্থিক বছরে সেইলের নীট মুনাফা আগের বছরের তুলনায় ২১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২,৬১৬ কোটি টাকা। সরকারি কোষাগারে সেইল-এর বিভিন্ন কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ বাবদ সেইল ৫৯,২৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করছে। এইরকম একটি রত্নগর্ভা সরকারি সংস্থা যার প্রকৃত মালিক ভারতের জনগণ, সেই সেইলের শেয়ার বিক্রি করে মোদি সরকার কত আয় করবে? সরকারের হিসেবে মাত্র ১, ৫০০ থেকে ১,৭০০ কোটি টাকা। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন গেটে সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি ও এ আই টি ইউ সির যৌথ আহ্বানে সেইলের বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক বিশাল গেটসভায় বক্তব্য রাখেন হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ) এর পক্ষে অরুন চৌধুরী, আই এন টি ইউ সি এর পক্ষে অসীম সাহা ও এ আই টি ইউ সি-এর পক্ষে আমীর হায়দার। মিশ্র ইস্পাত কারখানার সি আই টি ইউ-এর নেতৃত্বে শ্রমিকদের এক বিশাল মিছিল ১ নং টাইম অফিস থেকে শুরু হয়ে জি এম অফিসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সভায় বক্তব্য রাখেন আর পি গাঙ্গুলী ও বিজয় সাহা। ইস্পাত শ্রমিকদের সর্বভারতীয় সংগঠন স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক পি কে দাস জানিয়েছেন যে সেইলের সর্বত্র বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ চলছে। সি আই টি ইউ সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ভাইজাকের রাষ্ট্রায়ত্ব ইস্পাত সংস্থার আর আই এন এল-এ বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে গতকাল থেকে শ্রমিকদের লাগাতার বিক্ষোভ জামায়েত চলছে। শ্রমিকদের বিশাল মিছিলও সংগঠিত হয়েছে।

আধুনিক মুড়ি ভাজার যন্ত্র কেড়ে নিতে পারেনি টুলুদের হাতের কাজ

আলেক সেখ, কালনা : চিঁড়ে-মুড়ি মানুষের খাদ্য তালিকায় রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। ধান ভিজিয়ে রেখে পরের দিন খোলায় ভেজে ঢেকির মাধ্যমে চিঁড়ে তৈরি হতো। আর মুড়ি ভাজা হতো প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই। মা-মাসিরা খোলায় বালি গরম করে তাতে চাল ফেলে মুড়ি তৈরি করতেন। বর্তমানে চিঁড়ে ও মুড়ি ভাজার যন্ত্র এসে গেছে বাজারে। ঢেঁকিতে চিঁড়ে তৈরি বন্ধ হয়ে গেলেও যন্ত্রে মুড়ি ভাজার পাশাপাশি হাতে মুড়ি ভাজার ব্যবসা রয়েছে এখনও। হাতে ভাজা মুড়ির স্বাদই আলাদা। তাই স্বাদের টানে যন্ত্রের মুড়ির চেয়ে হাতে ভাজা মুড়িই পছন্দ বেশি। তুলনায় একটু দাম বেশি গুনতে হলেও মানুষ হাতে ভাজা মুড়ি কেনেন।

মানুষের এই পছন্দকে কেন্দ্র করে কালনার পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মালোপাড়ায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই মুড়ি ভাজা একটি কুটির শিল্পের রূপ নিয়েছে। মুড়ি প্যাকেট বন্ধ কালনা শহর, হুগলির গুপ্তিপাড়া, ধাত্রীগ্রাম প্রভৃতি বাজারে চলে যায়। হাতে ভাজা মুড়ির সাথে যুক্ত কয়েক শো মানুষের রুজি রোজগারের এটাই পথ।

একটু সহায়তা, একটু উৎসাহ সাহায্য পেলে হাতে ভাজা মুড়ির আরও ব্যবসায়ীক প্রসার ঘটবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবে আরও কিছু মানুষের। এমনই মত মুড়ির সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের।

মালোপাড়ার টুলু বিশ্বাস, শেফালী সরকার, মানিকবালা সরকার, দিপালী বিশ্বাস প্রমুখ মহিলারা মুড়ি ভাজেন। মুড়ি ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন একজন মহিলার কাছে ২৫ কেজি চাল পৌঁছে দেন। ভোর ৫টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে মহিলারা মুড়িভাজার কাজ শেষ করেন। ৫০ কেজি চালের মুড়ি ভেজে দিলে মজুরী পান ১৭৫ টাকা। ব্যবসায়ীরা দুপুরের মধ্যে ভাজনদারদের বাড়ি থেকে মুড়ি সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যান। বৈকাল থেকে শুরু হয় প্যাকিং করার কাজ। দু ধরনের প্যাকেট থাকে। ছোট আড়াইশো গ্রাম এবং বড় পাঁচশো গ্রাম। পরের দিন ঐ মুড়ি চলে যায় বিভিন্ন বাজারে বাজারে।

রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরপরই মুড়িগ্রাম মালোপাড়ায় এসেছিলেন। এই শিল্প নিয়ে তাঁর নিজের ভাবনার অনেক কথায় বলেছিলেন। পছন্দের কয়েকজন মুড়ি ভাজিয়েকে উৎসাহ দিতে কিছু অর্থ সাহায্যও করে ছিলেন। তারপর মন্ত্রী কোন খোঁজ নেননি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। অথচ হাতে ভাজা মুড়ি শিল্পে বিপণন ও প্যার্কিং-এর উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠলে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে।

গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ট্রেন অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১৫ ডিসেম্বর : মন্ত্রী মদন মিত্র সি বি আই-এর জালে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে চরমে।

বর্ধমান জেলার যত্রতত্র তৃণমূলিরা বাস, ট্রেন আটকে সারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত মন্ত্রী মদন মিত্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

১৪ ডিসেম্বর গুসকরায় পথ অবরোধ করে বাসযাত্রী, পথচারীদের দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। ১৫ ডিসেম্বর সকালে গুসকরা রেল স্টেশনে ট্রেন আটকে গণদেবতা এক্সপ্রেস ট্রেন যাত্রীদেরও চরম হয়রানি করা হয়। এখানে অবরোধে নেতৃত্ব দেন গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান বুদ্ধেন্দু রায়। তিনি অভিযোগ করেন—বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে মদন মিত্রকে ফাঁসিয়েছে। যদি অবিলম্বে মুক্তি না পায়, তাহলে সমস্ত কেন্দ্রীয় দপ্তর অচল করে দেওয়া হবে।

স্টেশনের ট্রেনযাত্রীদের কয়েকজন মন্তব্য করেন লোকের টাকা চুরি করে ফাঁক করে দিয়ে তৃণমূলিরা এখন সাধু সাজছে। চোরের মায়ের বড় গলা।

অন্য একজন বলে ওঠেন এরা লোককে চোর বলে, এখন বোঝা যাচ্ছে কারা চোর।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৬০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর, লন্ডনে, মৃত্যু ৮-১১-১৬৭৪; ২। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, ভবতারিনী, মৃনালিনী; ৩। ১৯১২ সালের ৯ ডিসেম্বর, বর্ধমান শহরে, মৃত্যু ২-৮-১৯৯৩; ৪। রবার্ট টমসন, ১৮৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর; ৫। ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, শহিদ হন ১৯০৮ সালের ১ মে; ৬। ১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর স্যার আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল প্রয়াত হন তাই; ৭। ব্রিটেনের চ্যাজ ডি অ্যফেয়র মিস্টার ক্লাইভ; ৮। ১৯৯৪ সালে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সিমন পিয়ার্সকে; ৯। ১৮৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর, দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায়; ১০। ১৯০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর, মৃত্যু ২৮-৮-১৯৮০; ১১। ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর, জন্ম বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা কোগ্রামে (অজয়নদের ধারে) ৩-৩-১৮৮২; ১২। ১৯১৪ সালে ১৪ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১২-৪-১৯৯২।

সারান্ডার জঙ্গলকে...

—দ্বিতীয় পাতার পর

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে দুষ্কৃতী-ঠিকাদার-সরকারি আধিকারিক-কর্পোরেটদের মেলবন্ধন একজোটের কারণে রাজ্যটি লুটের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। এবারে কেন্দ্রে বিজেপি মোদী সরকারের প্রতিষ্ঠায় ঝাড়খন্ড রাজ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ঝাড়খন্ডে বর্তমানে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে কংগ্রেসের জোট সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। বিজেপি এবার সরকার দখল করতে মরীয়া। অথচ গত চোদ্দ বছরের সিংহভাগই তারা আজসু-জে.এম.এম এর সঙ্গে এককভাবে সরকারে আসীন ছিল, বাকি সময় ছিল কংগ্রেসের সরকার জে.এম.এম-এর সঙ্গে। কেউ কোনও উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। বর্তমানে কোম্পানিগুলি লুটের বখরার জন্য এমনিই লালায়িত যে, আগামী সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই কয়েকটি কোম্পানি সারান্ডার বনাঞ্চলের ৮২,০৮৬ হেক্টর এলাকা থেকে লৌহ আকরিক সংগ্রহের আগাম আবেদন জমা দিয়েছে। কোম্পানিগুলি এজন্য বিজেপি, জে.এম.এম এবং কংগ্রেস দলকে বিপুলভাবে সহযোগিতা করতে নেমেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) জল-জঙ্গল-অধিবাসীদের বাঁচাতে দৃঢ় সংকল্প। ঝাড়খন্ডের ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই মজবুত হচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য মিছিল মিটিং সমাবেশে গরিব মানুষ একজোট হচ্ছেন। লুটের রাজত্ব বন্ধ করার লক্ষ্যে দেশ বাঁচাতে তাঁরাও মরীয়া।

এখন দেখা যাক সারান্ডার জঙ্গলকে কে বাঁচায়?

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি বাবলু মণ্ডল, পিতা পঞ্চানন মণ্ডল, গ্রাম - সরাইটিকর, পোঃ - রাজবাটী, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম অঙ্কিত মণ্ডল। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত তারক মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। অঙ্কিত মণ্ডল এবং তারক মণ্ডল, পিতা - বাবলু মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অর্ঘজিৎ দে, পিতা - শ্রী হরিশঙ্কর দে, চণ্ডীপুর, সেনাই গোঘাট, হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম AYUSHMITA DEY যা তার জন্মশংসাপত্রে AHINJITA DEY নথিভুক্ত হয়েছে। AYUSHMITA DEY এবং AHINJITA DEY , পিতা - ARGHAJIT DEY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অভিজিৎ রক্ষিৎ, পিতা - প্রয়াত কার্ত্তিক কুমার রক্ষিত, গ্রাম ও পোঃ - সরঙ্গা, থানা - খণ্ডঘোষ, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম অসমিত রক্ষিত (ASMIT RAKSHIT) যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত দেবজিৎ রক্ষিত নথিভুক্ত হয়েছে। অসমিত রক্ষিত, এবং দেবজিৎ রক্ষিত, পিতা অভিজিৎ রক্ষিৎ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শশাঙ্ক শেখর পাঁজা, পিতা শ্রী বাসুদেব পাঁজা, গোপালনগর, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম SMRITI PANJA যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SHRITI PANJA নথিভুক্ত হয়েছে। SMRITI PANJA এবং SHRITI PANJA, D/O - SASHANKA SAKHAR PANJA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সফিক মুন্সি, পিতা আসগর মুন্সি, কদেমগোড়, বিজয়রাম, থানা ও জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম তৌফিক মুন্সি, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ তৌফিক, পিতা সেখ সফিক নথিভুক্ত হয়েছে। তৌফিক মুন্সি, পিতা সফিক সেখ এবং সেখ তৌফিক, পিতা সফিক মুন্সী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রাকিবুল হোসেন, পিতা প্রয়াত সেখ মেহেদি হোসেন, পীরবাহারাম, পোঃ - নতুনগঞ্জ, থানা ও জেলা - বধর্মান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম Sk. Nishar Hossain যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Sk. Nasher Hossain নথিভুক্ত হয়েছে। Sk. Nasher Hossain এবং Sk. Nishar Hossain এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি পলাশ মালিক, পিতা অধীর মালিক, গ্রাম - বড়বাগান, পোঃ - সোনাপলাশী, থানা ও ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম দেবাংশু মল্লিক। জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত তার ডাক নাম চয়ন মালিক নথিভুক্ত হয়েছে। দেবাংশু মল্লিক এবং চয়ন মালিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ইব্রাহিম সেখ, পিতা প্রয়াত রহিম সেখ, গ্রাম ও পোঃ - খাজুরডিহি, থানা - কাটোয়া, জেলা - বর্ধমান। মহকুমা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়ার নিকট ২৭ জুলাই, ২০১২ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, ভোটার কার্ডে আমার নাম ইব্রাহিম সেখ, পিতা প্রয়াত রহিম সেখ নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেজিস্ট্রি দলিল (যার নম্বর আই-৯৩০৩, তারিখ - ৩০-১২-১৯৯১) -এ ভুলবশত রকিব সেখ, পিতা - রহিম সেখ নথিভুক্ত হয়েছে। ইব্রাহিম সেখ, পিতা প্রয়াত রহিম সেখ এবং রকিব সেখ, পিতা রকিব সেখ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সাহিত্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সি এম এস হাইস্কুল এ সাহিত্য সভার পঞ্চমবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কবি ও লেখকদের স্বরচিত কবিতা ও গল্প পাঠ হয়। প্রায় ৬০ জন কবি, লেখক অনুষ্ঠানে ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, মৃণাল মোদক, কার্ত্তিক গঙ্গোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন অলোক সামন্ত।

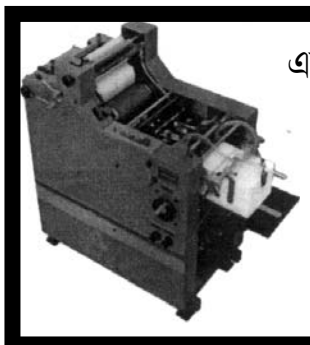

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা